শৈলকুপায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় একটি মাদ্রাসার দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

রোববার (১৯অক্টোবর) সকালে উপজেলার পদমদী গ্রামের মাদরাসাতুস সুন্নাহ এন্ড ইসলামিক স্কুলের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসী অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে মাদ্রাসার শিক্ষক সাদিক হোসেন, অভিভাবক আবু দাউদ, বুলবুল আহম্মেদসহ শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচি থেকে অভিযোগ করা হয়, মাদ্রাসার পরিচালক ইমরান হোসেন ও শিক্ষক জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ৩ ছাত্রকে বলৎকার করার মিথ্যা অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। বর্তমানে তারা কারাগারে আছে। যে কারণে মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে মাদ্রাসার ২ শতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন। বক্তাদের অভিযোগ, মাদ্রাসাটির কার্যক্রম বন্ধ করতে স্থানীয় একটি মহল এই চক্রান্ত করে মামলা করিয়েছে। তাই দ্রুত মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান তারা। এ দাবী মানা না হলে সড়ক অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণারা হুশিয়ারি দেন মানববন্ধনে অংশ নেওয়া অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

গাংনীতে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬২ নেতাকর্মী মিথ্যা মামলায়

খালাস

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির ৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা নাশকতা মামলার ৬২ জন আসামি বেখসুর খালাস পেয়েছেন।

আজ সোমবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মামলার সকল আসামি আদালতে হাজির হয়ে মিথ্যা মামলা থেকে খালাসের আবেদন করলে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ মো: নূহ নবী তাদেও বেখসুর খালাসের রায় দেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর যুবদলরে সভাপতি সাইদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক গাংনী টেকনিকেল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা ও সাবেক ইউপি মেম্বর হাবিবুর রহমান হাবিব, ধানখোলা ইফুরংর যুবদলের সম্পাদক আলামিন হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের নেতা জহুরুল ইসলাম, শরীফুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের ৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে তৎকালিন গাংনী থানা পুলিশ সরকার বিরোধী নাশকতার অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং এসটিসি ৩৫,৩৬/২০১৮ ইং।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেমি নির্বাচনের পূর্বে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে বিএনপি নেতা কর্মীরা নাশকতা ঘটানোর উদ্যেশ্যে জড়ো হয়ে সরকার বিরোধী গোপন বৈঠক করছে এমন কাল্পনিক অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলাটি দেই গাংনী থানা পুলিশ।

মামলাটি দীর্ঘদিন চলার পরে আজ সোমবার দুপুরে নির্ধারিত দিনে মামলার সকল আসামি বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী আদালতে উপস্থিত হলে বিচারক সব আসামিকে বেকসুর খালাস দেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশ বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মীর নামে গত ১৭ বছরে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলায় আসামি করা হয়েছিলে কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে। স্বৈরাচার সরকারের আমলে এসব মামলায় বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ। বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতাকর্মীকে রিমান্ডের নামে করা হয়েছে অমানবিক নির্যাতন।

তিনি বলেন, পুলিশের দায়ের করা বাকী মিথ্যা মামলাগুলো থেকেও দ্রত

খালাস পাবেন এ প্রত্যাশা বিএনপি নেতাদের।

আলমডাঙ্গায় মিথ্যা মামলার সুষ্ঠ তদন্ত ও প্রতারণার বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন

জমি বিক্রির কথা বলে প্রতারণা করে নেওয়া টাকা ফেরত না দিয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর পর মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গার খেজুরতলা গ্রামের মঞ্জুর আলী। তিনি মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে তার সাথে করা প্রতারণার বিচার দাবী করে গতকাল রোববার এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে মঞ্জুর আলী উল্লেখ করেন ২০২০ সালে শ্বশুরের দেওয়া আমার স্ত্রী ও তার বোনদেরকে নামে বাড়ির সম্পত্তির অংশ বিক্রির ঘোষণা দিলে পাঁচলিয়া গ্রামের ওমর মন্ডল কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তিনি ২ লক্ষ টাকা বায়নানামা করেন। এ বিষয়টি জানার পর রায়সা গ্রামের মৃত শফিকুল ইসলামের ছেলে মোঃ এস, এ হৃদয় আমাকে এসএসআই’র অফিসার পরিচয় দিয়ে পিস্তল উচিয়ে ভয় দেখিয়ে জমির বায়না ফেরত দিতে বলে । আমি রাজি না হওয়ায় তিনি গোয়েন্দা বিভাগে আছে, এমপি সোলায়মান হক সেলুন জোয়াদার তাকে পৌর মেয়র গনু মিয়ার ভোটের জন্য এখানে দিয়ে নিয়ে এসেছে। টাকা ফেরৎ না দিলে আমাকে হারদী হাসপাতাল থেকে বদলী করে দেব সহ নানা রকম ভয়ভীতি দেখাতে থাকেন।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনেক বুঝিয়ে জমির ক্রেতা মোঃ ওমর আলী ভাইকে টাকা ফেরত দেওয়া হয় । টাকা ফেরৎ দিলে সেদিনই জমি রেজিষ্ট্রী করে দিতে হবে বলে চাপ সৃষ্টি করে।অনেক বুঝিয়ে ২৫/০৩/২০২০ তারিখে রেজিস্ট্রার অফিস খোলা না থাকায় এনএসআই অফিসার পরিচয় দিয়ে সাব- রেজিস্ট্রি অফিসারকে ম্যানেজ করে আনন্দধামের একটি গোডাউনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাছ থেকে জোর করে জমি রেজিষ্ট্রী করে নেয়। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ তার ভগ্নিপতির

চাকরীর জন্য টাকার প্রয়োজন বলে জমি ফেরৎ দিতে চান । অনেক অনুরোধে আমরা জমি ফিরিয়ে নিতে চাইলে গত ১৫/০২/২০২১ ইং তারিখে রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে দলিল লেখক মোঃ কোরবান আলীর মাধ্যমে দলিল লিখে টাকা চায়। জমি হৃদয় ও তার স্ত্রীর নামে থাকার কারণে তার স্ত্রীকে আনতে রায়সা গ্রামে আমার এম্বুলেন্স পাঠিনো হয়। তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হঠাৎ ৪/৫ জন লোক বিকেল ৪ টার দিকে রেজিস্ট্রী অফিসে এসে দ্রুত টাকা না দিলে হৃদয়ের ভগ্নিপতির চাকুরী হবেনা বলে জোরাজুরি শুরু করেন । আমি সরল মনে ১০ লক্ষ টাকা মোঃ এস, এ হৃদয় কে দিয়ে দিই। পরে তার স্ত্রীর রেজিস্ট্রি অফিসে না আসলে মোবাইলে গালাগালি মটর সাইকেলে চলে যায় ওনার স্ত্রীকে আনার জন্য চলে যায়।

পরে আর তারা রেজিস্ট্রি অফিসে না এসে আমাকে মোবাইলে জানাই আজকে আসছেনা কাল যেভাবেই হোক জমি রেজিষ্ট্রী করে দিবো। এর একদিন পরে ঐ জমি দখল নেওয়ার জন্য রাত ২টার সময় প্রাচীর দেওয়ার জন্য কাজ শুরু করে সেই সংবাদ পেয়ে থানাতে অভিযোগ দিলে এসআই খাইরুল সাহেব ফোর্স পাঠাইয়া তাকে ধরে নিয়ে আসে। তখন মোখিক ভাবে আপোষ করে বাড়ি গেলেও পরদিন থানায় এসে টাকা নেয়নি বলে অস্বীকার করে। পরে রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক মোঃ কোরবান আলী ও ওবাইদুল ডাক্তার সাক্ষী দিলে মোঃ এস.এ হৃদয় বলে আমি টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে কয়েক দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দেবার কথা বলে।

এর কয়দিন পরেই টাকা না দিয়ে নানা ভয়-ভীতি দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জোর পূর্বক আমার কাছ থেকে আপোষ নামায় স্বাক্ষর করে নেয়। ফলে গত ২৫/০৩/২০২০ইং তারিখে খরিদকৃত জমির শরিকরা আদালতে টাকা দাখিল করেন। টাকা দাখিলের মামলা প্রত্যাহার করার জন্য আমাকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি প্রদান করেন। গত ৫ তারিখে সরকার পতন হওয়ার পরপর আমি এই প্রতারণার বিষয়ে মামলা করার প্রস্তুতি নিলে মোঃ এস,এ হৃদয় টাকা না দেওয়ার জন্য তার পিতার মৃত্যুর ২৫ বছর পরে আমার নামে।

মিথ্যা হত্যা মামলা করে। আমি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা পূর্বক সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন করে এস এ হৃদয়ের প্রতারণার বিচার দাবী করছি।

দামুড়হুদায় মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা সদর সহকারী জর্জকোর্টের সেরেস্তাদার নূরুল হকের দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা, গোবিন্দহুদা ও মুক্তারপুর গ্রামের স্থানীয় ভুক্তভোগীগণ ও এলাকাবাসী।

আজ মঙ্গলবার (০৮ ই অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার দামুড়হুদা- কার্পাসডাঙ্গা সড়কের গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে এই মানব বন্ধন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তরা বলেন, নুরুল হক (৫৭) আদালতে চাকুরীর সুবাদে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ও আওয়ামীলীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নে স্থানীয় নেতাদের সাথে আঁতাত করে গত ১৫ বছর যাবৎ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জায়গা জমি দখল, ফসলি জমির মাটি বালু উত্তোলন ও গ্রামের মসজিদ কমিটির তহবিলের ৬ লক্ষ টাকা আটকিয়ে রাখার প্রতিবাদ করায় চিৎলা, গোবিন্দহুদা ও মুক্তারপুর গ্রামের নিরীহ সাধারন মানুষের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে সবাইকে হয়রানি করে আসছে।

এলাকায় তার নাম হয়ে গেছে ভূমিদস্যু ও মামলাবাজ নূরুল হক পেশকার। আমরা ভুক্তভোগীগণ নুরুল হক পেশকারের দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমান, মাসুদ বিল্লা মন্টু, রিফাত রহমান, খাজা আহাম্মেদ, ওয়াসিম আকরাম, খবির উদ্দিন, ফজিলা খাতুন, রাবেয়া খাতুন প্রমূখ।

এ সময় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মামলায় ভুক্তভোগী ২২ জন আসামি সহ গ্রামের দুই শতাধিক নারী পুরুষ।

গাংনীতে কবরস্থানের রাস্তা নিয়ে মিথ্যা মামলায় হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কড়ুইগ্রাছি মিথ্যা মামলায় হয়রানির প্রতিবাদে গ্রামবাসী মানববন্ধন করেছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গ্রামের সামাজিক কবরস্থানের সড়কে মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনের বক্তারা জানান, গ্রামের কয়েকজনকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করছে এমন অভিযোগ উত্থাপন করে অনতিবিলম্বে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

মানববন্ধনে গ্রামের বয়োবৃদ্ধ মোশারফ হোসেন মন্ডলের নেতৃত্বে বক্তব্য রাখেন কবরস্থান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন আলী, সদ্য জমিদাতা হানজালা, ইসরাফিল হুসাইন উজ্জল, ফজলুল হক রবিউল ইসলাম।

বক্তরা বলেন, গ্রামবাসীর সকলের জন্যই কবরস্থান উন্মুক্ত। কবরস্থানের প্রবেশ মুখে সামান্য একটু জমির কারণে রাস্তা বন্ধ ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ওই জায়গার মালিক হানজালা আড়াই শতক জমি কবরস্থানের নামে দান করেন। তখন থেকে সংস্কারের জন্য রাস্তায় মাটি ফেলা শুরু হয়। গ্রামের মানুষের স্বার্থে প্রায় সকলে মিলে কবরস্থানের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। কাজ চলমান অবস্থায় গ্রামের গোলাম জাকারিয়া ও গোলাম রসুল আড়াই শতক জমি নিজেদের দাবি করে জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ তুলে মেহেরপুর আদালতে ১৪৫ ধারায় একটি পিটিশন দায়ের করেন। যা তদন্তাধীন রয়েছে। এখানে বিবাদি করা হয়েছে কবরস্থানের উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা গ্রামের ৮ জনকে।

বক্তারা বলেন, হানজালা তার ক্রয় করা সম্পত্তি দান করেছেন। এখানে কোন প্রকার জটিলতা নেই। গোলাম জাকারিয়া ও গোলাম রসুল পক্ষ চায় না যে গ্রামে কবরস্থানের হোক কিংবা রাস্তা হোক। তারা ব্যক্তি স্বার্থে গ্রামের মানুষের বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তাদের ক্ষমতার জোরে গ্রামের মানুষকে এ মামলায় হয়রানি করে যাচ্ছে।

একদিকে গ্রামের মানুষ হয়রানি অন্য দিকে অন্য কোন মামলায় গ্রেফতারের হুমকিতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই মিথ্যা মামলায় রেহাই পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা।
মানববন্ধনে গ্রামে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

গাংনীতে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানীর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ডাকাতির নাটক সাজিয়ে ষড়যন্ত্রমুলকভাবে আওয়ামীলীগ যুবলীগের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানীমুলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী ও গ্রামবাসি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার দাবী করা হয়।

স্থানীয় গ্রামবাসির পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, গাংনীর ১নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মীর আব্দুল হামিদ। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ২২ নভেম্বর বাঁশবাড়িয়ার দক্ষিণ পাড়ার শরীফ হুজুর চক্রান্ত করে নিজ বাড়িতে ডাকাতীর নাটক সাজিয়ে আওয়ামীলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেন।

এর মধ্যে একজন হোটেল ব্যবসায়ী, ছাত্র, প্রবাস ফেরত যুবক ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজন রয়েছেন। অনেকেই অবস্থান করছেন ঢাকায়।

লিখিত বক্তব্যে আরো জানান, শরীফ হুজুরের বাড়িতে নিয়মিত জামায়াত শিবির ও বিএনপির গোপন বৈঠক চলে। এ ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তিনি

এহেন মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন।

এছঅড়াও মামলার তদন্তকারী সংস্থা পুলিশের তদন্ত ও গ্রেপ্তার নিয়েও নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। সেই সাথে মামলাটির পুনঃতদন্তের দাবী জানানো হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দীন, গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউনিসলর সামসুদ্দীন, মিজানুর রহমান, স্বেচ্ছা সেবকলীগের ওয়ার্ড সভাপতি আনিছুর রহমান ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা থেকে অব্যহতি চান ভুক্তভোগী পিতা-পুত্র

পিতা-পুত্রের নামে আদালতে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে জামাল হোসেনের বিরুদ্ধে। সে কোটচাঁদপুর উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নিকট ভুক্তভোগী পরিবারটি এ মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যহতি ও সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

রাঙ্গীয়ারপোতা গ্রামের হাবিবুর রহমান বলেন, জমিটা আলমগীরের কোন কাজে লাগতো না। এ কারনে এতদিন পড়েছিল। ওই সুযোগে তারা জমির মাঝ দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ব্যবহার করছিল। এখন তাঁর কাজে লাগছে। এ কারনে জমিটি ঘিরে দিয়েছেন আলমগীর। আর ওই জমিটির উপর দিয়ে কোন সরকারি রাস্তা কোনদিনও ছিল না। আমার জানা মতে তাদের সঙ্গে রাস্তা দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিও ছিল না। জামাল হোসেন, আলমগীর ও তার ছেলের নামে মিথ্যা মামলা করে শুধুই হয়রানি করছেন।
ওই গ্রামের আব্দুল হালিম বলেন,জামাল হোসেন, আলমগীরদের কিছুই হয় না। জামাল কুমিল্লার মানুষ। সে এখানে এসে বাড়ি বেধে বসবাস করছেন। আর আলমগীর হোসেন এখনকার বসতি মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করছেন। এ ছাড়া জামাল হোসেন তাদের কোন শরিকও না।

তিনি বলেন, জামাল হোসেন, যে রাস্তার জন্য আদালতে মামলা করেছেন। তিনি নিজেই প্রাচীর নির্মান করে ওই রাস্তা আগেই বন্ধ করেছেন। এখন সে অন্যের জমির উপর দিয়ে রাস্তা বানাতে আদালতে মিথ্যা মামলা করে তাদের শুধুমাত্র হয়রানিই করছেন।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আলমগীর হোসেন বলেন, জামাল হোসেন, বিল্লাল হোসেন ও মিজানুর রহমান একই পরিবারের তিন ভাই। তারা উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে মৃত সৈয়দ আলীর ছেলে। ওই তিন ভাই আমার কেনা জমির মাঝ দিয়ে চলাচলের রাস্তা দাবি করে আসছিল।

আমি ওই জমির পাশ দিয়ে, তাদের চলাচলের রাস্তা দিতে রাজি হই। এরপরও তারা কোন কথা না শুনে গায়ের জোরে ওই জমির মাঝ দিয়ে চলাচল করতে থাকে।

আমি কোন উপায় না পেয়ে রাস্তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আদালতে আমার ও আমার ছেলের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন। যাতে করে সামাজিক ভাবে আমাদের সম্মানের হানি ঘটেছে।

জামাল হোসেন মামলায় বলেছেন, আর এস ৮৫ নং খতিয়ানের আর এস ১৩০৭ নং দাগের রাস্তার সমপরিমাণ জমি বিনিময় করিয়া ব্যবহার করছেন। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। তাদের সঙ্গে এমন কোন চুক্তি আমার সঙ্গে আদৌও ছিল না। যা আমি আদালতের নৌটিশের জবাবে আগেই বলেছি। এ ছাড়া তিনি আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা কোনটাই সত্য নয়।

এ সব তারা আমাকে হয়রানি করার জন্য করেছেন। বিষয়টির আমি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের আশুহস্তক্ষেপ কামনা করছি।

অভিযুক্ত জামাল হোসেন বলেন,ওই রাস্তা সমপরিমাণ জমি আমরা তাকে দিয়ে চলাচল করতাম আগে থেকে। এখন আলমগীর হোসেন আর দিতে চাচ্ছেন না। অনেকবার রাস্তা নিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। ওনি রাজি না হওয়ায় আমরা বাধ্য হয়ে আদালতের শরাপন্ন হয়েছি।

এ ব্যাপারে এলাঙ্গী ইউনিয়ন ভুমি অফিসের তহসিলদার শরিফুল ইসলাম বলেন,ওই সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট দিয়ে ছিলাম। বেশ কিছু দিন হয়ে গেছে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না,কি দিয়ে ছিলাম।

মিথ্যা মামলায় প্রাক্তন স্ত্রী খালাস, মাদক মামলায় প্রতারক স্বামী জেল হাজতে

মাদকদ্রব্য আইনসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৭ টি মামলার আসামি গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মীর কাউছার আলী। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থাকেন মাঝে মধ্যে। তার বিরুদ্ধে রয়েছে বহু বিবাহের অভিযোগ। নিজেকে সরকারি চাকুরীজীবি বা সাংবাদিকের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বহু বিবাহ করেছে এই মীর কাউছার আলী। একজন মাদক সেবী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে এলাকার মানুষ তাকে চিনে।

ঘরে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে থাকার পরেও মীর কাউছার আলী একই উপজেলার ধানখোলা গ্রামের জমির উদ্দিন এর মেয়ে শ্যামলী খাতুনকে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে বিয়ে করে। শ্যামলী খাতুন কাউছারের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও সন্তান দেখে ওই দিনই বাবার বাড়ি ফিরে এসে তালাক দেন তাকে।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামলী ও তার পরিবারের উপর একের পর এক মিথ্যা মামলা দিতে থাকে প্রতারক কাউছার। তার দায়ের সবগুলো মামলায় খালাস পান তিনি।

সবশেষে ২০২০ সালে তার বিরুদ্ধে টাকা ও গহনা চুরির একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন প্রতারক। যার মামলা নং-৩১৬/২০।

গাংনী থানার এস আই নুরুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত শেষে শ্যামলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করেন। মালায় ৩ জন সাক্ষী প্রদান করেন। এতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক বর্ণালী তাকে বেকসুর খালাস দেন।

কাউছারের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় শ্যামলী খাতুন আদালত থেকে বেখুসুর খালাস পাওয়ার দিন গাংনী থানা পুলিশ প্রতারক মীর কাউসাকে একটি মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

সোমবার দুপুরে শ্যামলীকে বেখসুর খালাস হয়ে আদালত থেকে বের হওয়ার সময় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় মীর কাউছারকে। মীর কাওছার একই উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মৃতু মীর ওমর ফারুকের ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসায়ী মীর কাউসার মাদক সেবনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকের ব্যবসা করে আসছে। মীর কাওছারের বিরুদ্ধে গাংনী, মেহেরপুর সদর থানায় মাদকের অভিযোগে ১৭ টি মামলা চলমান রয়েছে।
কয়েকটি মামলায় তার তাকে সাজা দিয়েছে আদালত।